Contents

প্রবৃত্তির অনুসরণ

মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	০৫
ভূমিকা	০৬
প্রবৃত্তির সংজ্ঞা	০৮
প্রবৃত্তির অনুসরণে নিষেধাজ্ঞা	০৮
কখনো প্রবৃত্তির অনুসরণ নিঃশর্তভাবে নিষেধ করা হয়েছে	০৯
কখনো কাফির ও পথভ্রষ্টদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে	০৯
কখনো মন্দের সাথে জড়িত মন বা ব্যক্তিসত্তার দিকে প্রবৃত্তিকে সম্বন্ধ করে তার নিন্দা করা হয়েছে	১১
কখনো অন্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রবৃত্তির নিন্দা জানানো হয়েছে	১১
প্রবৃত্তির অনুসরণ হেতু একজন মানুষ কখন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য	১২
প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণ সমূহ	১৩
শৈশবকালে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত না হওয়া	১৩
প্রবৃত্তি পূজারীদের সঙ্গে উঠাবসা ও তাদের সাহচর্য লাভ	১৫
আল্লাহ ও পরকাল সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাব	১৬
প্রবৃত্তির অনুসারীদের প্রতি অন্যদের কর্তব্য পালন না করা	১৭
দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং ঝোঁক	১৭
কাঙ্ক্ষিত বৈধ জিনিস লাভে বেশী তৎপরতা দেখানো	১৮
প্রবৃত্তির অনুসরণের পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞতা	১৯
প্রবৃত্তির অনুসরণের ক্ষতি	১৯
পরকালীন ক্ষতি	১৯
প্রবৃত্তি গোমরাহীর দিকে টেনে নিয়ে যায়	২১
কুরআনী উপদেশ দ্বারা উপকৃত না হওয়া	২১
অন্তর নষ্ট করে দেয় এবং অন্তর ও নিরাপত্তার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়	২৩
বিবেক ও বিদ্যা লোপ	২৩

নিজের অজান্তে ঈমান শূন্য হওয়া ২৪
বিনাশ সাধনকারী ২৫
বান্দার জন্য সামর্থ্যের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া ২৫
আল্লাহ্‌র আনুগত্য বিলীন হওয়া ২৬
পাপ-পঙ্কিলতাকে তুচ্ছ মনে করা ২৬
দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত চালুর মাধ্যম ২৭
সংকীর্ণ জীবন ও মানুষের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টির উপলক্ষ ২৭
নিজের উপর শত্রুর খবরদারির সুযোগ তৈরী করে দেওয়া ২৮
মানুষের দুর্নাম ও সমালোচনা কুড়ান ২৯
অপমান-অপদস্থতার কারণ ৩০
প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণের উপকারিতা ৩১
জান্নাত লাভ ৩২
হাশর দিবসের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি ৩৩
উচ্চমর্যাদা লাভ ৩৪
সংকল্পের দৃঢ়তা ৩৬
স্বাস্থ্য রক্ষা ৩৬
দুনিয়ার বালা-মুছীবত থেকে মুক্তি ৩৭
প্রবৃত্তির অনুসরণের প্রতিকার ৩৭
প্রশংসনীয় প্রবৃত্তি ও নিন্দনীয় প্রবৃত্তি ৪১
শেষ কথা ৪৪

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

আল্লাহ্র অশেষ রহমতে আমরা সঊদী আরবের প্রখ্যাত ইসলামী বিদ্বান ও সুপ্রসিদ্ধ ফৎওয়া ওয়েবসাইট www.islamqa.com-এর কর্ণধার মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ *(জন্ম : রিয়ায, ১৯৬০ খ্রিঃ)* রচিত 'অন্তরের আমল সমূহ' (سلسلة أعمال القلوب) সিরিজের ৫নং পুস্তক اتباع الهوي -এর বঙ্গানুবাদ 'প্রবৃত্তির অনুসরণ' সম্মানিত পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হ'লাম। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। ইতিপূর্বে মাসিক **'আত-তাহরীক'**-য়ে ধারাবাহিকভাবে *(অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ)* পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকে সম্মানিত লেখক الهوى বা প্রবৃত্তির সংজ্ঞা, প্রবৃত্তির অনুসরণে নিষেধাজ্ঞা, প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণ ও ক্ষতিসমূহ, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণের উপকারিতা, প্রবৃত্তির অনুসরণের প্রতিকার, প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় প্রবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষেপে সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছেন।

কুপ্রবৃত্তি বা প্রবৃত্তি মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। এজন্য কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদকে সর্বোত্তম জিহাদ বলা হয়েছে। ফিৎনা-ফাসাদের উদ্রেককারী ও বুদ্ধি-বিবেককে ধ্বংসকারী প্রবৃত্তি মানুষকে পার্থিব জগতের চাকচিক্য ও সৌন্দর্যের মায়াবী জালে আচ্ছন্ন করে তাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। এজন্যই কুরআন মাজীদ ও হাদীছে নববীতে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

প্রবৃত্তিপূজার কারণ সমূহের মধ্যে রয়েছে বাল্যকালে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত না হওয়া, প্রবৃত্তিপূজারীদের সাথে উঠাবসা, আল্লাহ ও পরকাল সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাব, পার্থিব জগতের মোহ প্রভৃতি। প্রবৃত্তির অনুসরণের নানাবিধ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে পরকাল বিনষ্ট হওয়া, পথভ্রষ্টতা, জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাওয়া, শিরক ও বিদ'আত চালু হওয়া, পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থাকলে জান্নাত লাভ করা যায় এবং দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

জনাব আব্দুল মালেক (ঝিনাইদহ) বইটি সুন্দরভাবে অনুবাদ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইটি 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। বইটি সুখপাঠ্য হিসাবে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

এ বইয়ের মাধ্যমে প্রবৃত্তির অনুসরণের ভয়াবহ পরিণাম অবগত হয়ে মানুষ তা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে অন্তরের পরিশুদ্ধিতা অর্জন করলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করুন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা প্রদান করুন- আমীন!

-প্রকাশক

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده، أما بعد :

ভূমিকা (المقدمة)

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ তা'আলার জন্য, আর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর বংশধর ও তাঁর ছাহাবীগণের উপর। অতঃপর প্রবৃত্তির অনুসরণ ভাল কাজ থেকে বাধা প্রদানকারী এবং বুদ্ধি-বিবেক নাশকারী। কেননা তা অসৎ চরিত্রের জন্ম দেয় এবং নানারকম মন্দ ও গর্হিত কাজ প্রকাশ করে। মানবতার পর্দা তাতে ছিদ্র হয়ে যায় এবং অসৎ কাজ ও পাপাচারের রাস্তা খুলে যায়।

এই প্রবৃত্তি ফিৎনা-ফাসাদের বাহন। আর দুনিয়া হ'ল পরীক্ষা গৃহ। সুতরাং হে পাঠক! আপনি প্রবৃত্তির পথ ছেড়ে দিন, শান্তিতে থাকবেন। দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ-ভালবাসা বাদ দিন, সাফল্য লাভ করবেন। দুনিয়া তার সৌন্দর্য ও মনোমুগ্ধকর জিনিসপত্র দ্বারা যেন আপনাকে কখনোই ফিৎনায় ফেলতে না পারে এবং খেল-তামাশা ও নিরর্থক কাজ-কর্মের প্রতি আসক্তি তৈরী করে আপনার প্রবৃত্তি যেন আপনাকে প্রতারিত করতে না পারে। কারণ খেল-তামাশার এই সময় তো এক সময় শেষ হয়ে যাবে; যুগের পরিক্রমায় আমরা যা কিছু উপভোগ করেছি মরণের ফলে একদিন তার সবই ফিরিয়ে দিতে হবে। কেবল প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে আপনি যেসব হারাম কাজে লিপ্ত হয়েছেন এবং যে গোনাহ সঞ্চয় করেছেন তাই আপনার জন্য থেকে যাবে।

প্রবৃত্তি মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। তাই যে কোন শত্রুর তুলনায় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কঠিনভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া প্রতিটি মানুষের উপর ফরয। আবু হাযেম (রহঃ) বলেছেন, قَاتِلْ هَوَاكَ أَشَدَّ مِمَّا تُقَاتِلُ عَدُوَّكَ 'তোমার শত্রুর বিরুদ্ধে তুমি যতটা না লড়াই কর, তার থেকেও ঢের বেশী লড়াই তুমি তোমার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কর'।[১]

১. আবু নু'আইম ইস্পাহানী, হিলয়াতুল আউলিয়া ৩/২৩১।

এই প্রবৃত্তিই সকল ফিৎনা-ফাসাদের মূল এবং সকল বিপদ-আপদের কারণ। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন,

يَا نَفْسُ تُوْبِيْ فَإِنَّ الْمَوْتَ قَدْ حَانَا * وَاعْصِ الْهَوَى فَالْهَوَى مَا زَالَ فَتَّانَا

'হে মন! তুমি তওবা করো, কেননা মরণ তো অতি নিকটে। আর প্রবৃত্তির বাধ্য হবে না, কেননা প্রবৃত্তি তো সব সময় ফিৎনা সৃষ্টিকারী'।

খেয়াল-খুশীর অবস্থা যখন এই, তখন তার সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক, যাতে আমরা এই ভয়াবহ রোগ থেকে দূরে থাকতে পারি এবং তার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি।

আলোচ্য গ্রন্থে আমরা প্রবৃত্তির সংজ্ঞা, ক্ষতি, তার বিরোধিতার উপকারিতা, তার অনুসরণের কারণ বা উপকরণ প্রতিকারের উপায় এবং প্রশংসনীয় প্রবৃত্তি ও নিন্দনীয় প্রবৃত্তির পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করব।

এ গ্রন্থ রচনায় ও কাঙ্ক্ষিত আকারে তা প্রকাশে যে যে ক্ষেত্রে যারা যারা অংশ নিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরিশেষে আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি কামনা করছি আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীগণের সকলের উপর।

প্রবৃত্তির সংজ্ঞা :

প্রবৃত্তির আভিধানিক অর্থ : আরবী هَوًى শব্দটি هَوِىَ ক্রিয়ার ধাতু। আভিধানিক অর্থ হ'ল, কোন কিছুকে ভালবাসা, কাম্য বস্তু পাওয়ার প্রবল বাসনা।[২]

[বাংলা অভিধানে هَوًى (হাওয়া)-এর প্রতিশব্দ প্রবৃত্তি, খেয়াল-খুশী, নিয়ম ছাড়া ব্যাপার, স্বেচ্ছাচারিতা, খামখেয়ালী, অযৌক্তিক ইচ্ছা, কামনা, বাসনা, কুপ্রবৃত্তি, ভোগের পথ ইত্যাদি।[৩] এই পুস্তকে هَوًى শব্দের প্রতিশব্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি এবং ক্ষেত্রবিশেষে কামনা-বাসনা ও খেয়াল-খুশী গ্রহণ করা হয়েছে।-অনুবাদক]

পরিভাষায় هَوًى বা প্রবৃত্তি : উপভোগ্য জিনিসের প্রতি শরী'আতের কোন অনুমোদন ছাড়াই মনের যে ঝোঁক তৈরী হয় তাকে هَوًى বা প্রবৃত্তি বলে।[৪] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'কাঙ্ক্ষিত জিনিসের প্রতি মনের ঝোঁককে هوى বা প্রবৃত্তি বলে'। এই ঝোঁক মানুষের মাঝে তার অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই সৃষ্ট হয়েছে। কেননা তার যদি খাদ্য, পানীয় ও বিবাহ-শাদীর প্রতি ঝোঁক ও আকর্ষণ না থাকত, তাহ'লে সে খানা-পিনা, বিয়ে-শাদী কোনটাই করত না। সুতরাং প্রবৃত্তি মনের চাহিদার প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। যেমন করে ক্রোধ অপ্রীতিকর জিনিস থেকে তাকে বিরত রাখে।[৫]

প্রবৃত্তির অনুসরণে নিষেধাজ্ঞা :

শরী'আতের প্রমাণাদি দ্বিধাহীনভাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে নিষেধ করে। কুরআন-হাদীছে এসব প্রমাণ নানাভাবে নানা আঙ্গিকে বিধৃত হয়েছে। যেমন-

---

২. আল-মুগরাব ফী তারতীবিল মু'রাব ২/৩৯২।
৩. বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান।
৪. জুরজানী, আত-তা'রীফাত, পৃঃ ৩২০।
৫. ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ, রাওযাতুল মুহিব্বীন, পৃঃ ৪৬৯।

১. কখনো প্রবৃত্তির অনুসরণ নিঃশর্তভাবে নিষেধ করা হয়েছে :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُواْ 'ন্যায়বিচার করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না' *(নিসা ৪/১৩৫)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا دَاوُوْدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ 'হে দাঊদ! আমি তোমাকে এই যমীনে আমার খলীফা (শাসক) বানালাম। অতএব তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার করো এবং কখনো খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, তেমন করলে তা তোমাকে আল্লাহ্র রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে দেবে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৬)*।

২. কখনো কাফির ও পথভ্রষ্টদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَالَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ 'হে রাসূল! তুমি ঐ সকল লোকের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে না যারা আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে, যারা পরকালে অবিশ্বাস করে এবং তারা অন্য কিছুকে তাদের মালিকের সমকক্ষ মনে করে' *(আন'আম ৬/১৫০)*।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে কাফিরদের বলতে বলেছেন, قُل لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ 'হে রাসূল! তুমি বল, আমি তো তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করি না। যদি আমি তা করি তাহ'লে আমি তখন অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং সত্যানুসারী দলের মাঝে থাকব না' *(আন'আম ৬/৫৬)*।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيْراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيْلِ 'তোমরা সেসব জাতির খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, যারা আগেভাগেই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা অনেক লোককে পথহারা করে দিয়েছে আর তারা নিজেরাও সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে' *(মায়েদাহ ৫/৭৭)*।